তারিখ ...18 APR 2017...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...২...

প্রথম আলো

সন্তানদের পড়াশোনার খরচে কর রেয়াত চাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আপনার ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়ে। তাই টিউশন ফি, বই-খাতাসহ পড়াশোনা বাবদ প্রতি মাসেই আপনাকে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হয়। বছর শেষে এই খরচ করা টাকাকে আয়কর বিবরণীতে আয় হিসেবে দেখিয়ে হিসাব মেলাতে হয়। কর দিতে হয়। বিনিয়োগ হিসেবে দেখানোর সুযোগ না থাকায় সন্তানের শিক্ষা খাতে খরচে কোনো কর রেয়াত নেই।

আয়কর আইনেই আছে, বার্ষিক আয়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ করলে আয়করে রেয়াত মিলবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সঞ্চয়পত্র, ব্যবসায়সহ বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলো নির্ধারণ করে দেয়। এই তালিকায় সন্তানের পড়াশোনায় ব্যয় খাতটি নেই। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সংগঠন ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই) সুপারিশ করেছে, সন্তানের পড়াশোনায় যে খরচ হয়, তা যেন বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। এর পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে খরচ করা হয়, তা-ও আয়কর অধ্যাদেশের ৪৪(২) ধারায় এই খাতটি অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে এফআইসিসিআই।

এই সুপারিশ বাস্তবায়ন হলে করদাতাদের সন্তানদের পড়াশোনার খরচ বিনিয়োগ হিসেবে দেখাতে পারবেন। কর রেয়াত নিতে পারবেন। বর্তমানে করদাতারা বার্ষিক আয়ের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগ দেখাতে পারেন। সেই বিনিয়োগের ১৫ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ কর রেয়াত পাওয়া যায়।

প্রাক্-বাজেট ২০১৭-১৮

শিক্ষার খরচ বিনিয়োগে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ফরেন চেম্বারের

গতকাল সোমবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চলমান প্রাক্-বাজেট আলোচনায় এফআইসিসিআই নেতারা এই দাবি জানান। সংগঠনটির সভাপতি রূপালী চৌধুরী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। সেগুনবাগিচার সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় এনবিআর সদস্য পারভেজ ইকবাল সভাপতিত্ব করেন।

ব্যক্তিশ্রেণির বার্ষিক আয়ের করমুক্ত সীমা আড়াই লাখ থেকে বাড়িয়ে চার লাখ টাকা পর্যন্ত করার প্রস্তাব করেছে এফআইসিসিআই। পাঁচ কোটি টাকা পর্যন্ত সম্পদের মালিকদের আয়ের ওপর সারচার্জে অব্যাহতি চায় এই সংগঠনটি। এ ছাড়া মূল বেতনের ৬৫ শতাংশ বা ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়িভাড়ায় কর অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়েছে।

এ ছাড়া করপোরেট কর কমানোর সুপারিশ করেছে এফআইসিসিআই। এই সংগঠন বলেছে, আগামী পাঁচ বছরে ধাপে ধাপে বিদ্যমান করপোরেট করহার আরও ১০ শতাংশ কমানো উচিত। এতে করপোরেট খাতের বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ পরিকল্পনা করতে সহায়তা করবে। বর্তমানে করপোরেট করহার ৪৫ থেকে ২৫ শতাংশের মধ্যে রয়েছে।

এফআইসিসিআই প্রস্তাব করেছে বিদেশি নাগরিকদের বেতন-ভাতা কিংবা যেকোনো অর্থ পরিশোধের সময় ৩০ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ উৎসে কর কেটে রাখা। যেসব দেশের সঙ্গে দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি রয়েছে, সেসব দেশের নাগরিকদের বেতন-ভাতায় উৎসে কর কেটে না রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এফআইসিসিআই সভাপতি রূপালী চৌধুরী বলেন, যেকোনো বাজেটনীতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে হতে হবে। নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে কিছু উদ্যোক্তা সুবিধা পান বলে ইঙ্গিত করেন তিনি। তাঁর মত হলো, প্রতিবছর যেন নীতি বদলানো না হয়, এতে উদ্যোক্তাদের আস্থা বাড়বে। তিনি বলেন, করজাল বিস্তৃত করতে হবে। কিন্তু এখন যাঁরা কর দেন, তাঁরাই শুধু দিয়ে যাচ্ছেন।

এদিকে একই প্রাক্-বাজেট আলোচনায় বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিআইডব্লিউসিসিআই) নেতারা অংশ নেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন সেলিমা আহমাদ।

নারী করদাতাদের আয় ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত রাখার দাবি জানিয়েছে বিআইডব্লিউসিসিআই। নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক লেনদেন ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত মূসক কিংবা টার্নওভার কর অব্যাহতি চায় নারী উদ্যোক্তাদের এই সংগঠনটি।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ৭-৮ শতাংশ সুদের হার নির্ধারণের দাবি জানিয়েছেন সেলিমা আহমাদ।

পরিচালক
প্রাপ্তি নং.............
তারিখ.............
রিসংখ্যান বিভা
ডি.এল.পি বিভা
স্টম এনালিষ্ট
স্টম ম্যানেজা
প্রশাসনিক কর্মক
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর